অভিজিৎ সাহেবকে – ২

আগেই বলেছি যে 'গোলাকার বেড' বানানো যেমন অসম্ভব কিছু না, তেমনি আবার গোলাকার বেডের উপর কার্পেট বিছানোও কোন ব্যাপার না!

এবার পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বাইবেল কি বলে দেখুন (*অভিজিৎ বাইবেলের উধৃতি দেওয়াতে আমি অন্ততঃ একটি পয়েন্ট তুলে ধরছি*) :

> **Matthew 4:8 Then the devil took him up to a very high mountain, and *showed him ALL the kingdoms of the world* in their magnificence.**
>
> **Luke 4:5 Then he took him up and *showed him ALL the kingdoms of the world* in a single instant.**

বাইবেলেও সরাসরি 'পৃথিবীর আকার সমতল' কথাটা বলা না থাকলেও এই ফিনমিন্যান্ (Phenomenon) একমাত্র তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকার সমতল বা নিদেনপক্ষে চাকতির মতো হবে। এরকম আরো কিছু আয়াত আছে। আমার র‍্যাশনালিটি দিয়ে বাইবেলের 'পৃথিবী'কে কোনভাবেই গোলাকার বানাতে পারলাম না। অভিজিৎ বা যে কেহ চেষ্টা করে দেখতে পারেন এবং সেইসাথে পাঠকদেরও জানাতে ভুলবেন না যেন, কারণ একজন 'কোরান ডিফেন্ডার' হিসেবে রায়হান আবার বায়াসড্-ও হতে পারে (যদিও এই ধরনের মনোভাব রায়হান অনেক আগেই গলা টিপে হত্যা করেছে, তথাপি মানুষ তো)! *প্রশ্ন হচ্ছে, বোকা মুহাম্মদ কিভাবে বাইবেলের এই 'ইন্টারেস্টিং' আয়াতগুলোকে 'কৌশলে' এড়িয়ে গেলেন? জবাব নেই!*

জুলকার্নাইন-এর 'পঙ্কিল জলাশয়'

আচ্ছা, মানুষ কেন কক্সবাজার বা কুয়াকাটা যায় সূর্য্যাস্ত (বা সূর্য্যোদয়) দেখতে? কক্সবাজার বা কুয়াকাটাতে সত্যি সত্যি কি সূর্য্য অস্ত যায়? ওয়ার্লডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় লিখা থাকে কেন? মনে করেন, আপনার বাড়ির কাজের ছেলেকে কক্সবাজার পাঠালেন সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখতে। ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলেন, *'কী দেখলি রে?'* ছেলেটা নিঃসন্দেহে এরকম কিছু একটা জবাব দেবে, *'স্যার, সূয্যি মামাকে আস্তে আস্তে সমুদ্দুর পানির মধ্যে ডুইব্যা যাইতে দেখনু।'* পরের দিন অভিজিৎ হয়তো ক্লাশে যেয়ে তার ছাত্রদের বলছেন, *'এই তোমরা জানো, আমাদের কাজের ছেলে না সূয্যি মামাকে আস্তে আস্তে সমুদ্দুর পানির মধ্যে ডুইব্যা যাইতে দেখেছে!'*

কিছু টার্ম যেমন Allegorical, Parable(s), Similitude(s) ইত্তাদি দিয়ে কোরানে সার্স দিয়ে দেখুন কতগুলো আয়াত আসে। একটি গ্রন্থের মধ্যে যখন এই টার্মগুলো থাকে তখন সেই গ্রন্থটা যে ***১০০% লিটারাল না*** সেটা তো নিশ্চিৎ ভাবেই বলা যায়, নাকি। এখনও কি সন্তুষ্ট না! ওয়েল, এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি লক্ষ করুন :

Q.3.7: He it is Who has sent down to thee the Book: ***In it are verses basic or fundamental (of established meaning); they are the foundation of the Book***: ***others are allegorical***.

একটি গ্রন্থ যখন নিজেই ঘোষণা দেয় যে সেই গ্রন্থটার মধ্যে কিছু রূপক (Allegorical) আয়াত আছে, সেক্ষেত্রে কিছু আয়াতকে 'রূপক' মনে হলে সেই সকল আয়াতকে 'রূপক ক্যাটেগরির' মধ্যে ফেলে দেওয়াটা অযৌক্তিক হবে কেন? 'রুম' রেখে দেওয়া হয়েছে যে! এর পরও কি সন্তুষ্ট না! ঠিক আছে, চলুন তাহলে দেখা যাক জুলকার্নাইন কী বলে।

Q.18:86

YUSUFALI: Until, when he reached the setting of the sun, **he found** it set in a spring of murky water.

SHAKIR: Until when he reached the place where the sun set, **he found** it going down into a black sea.

ASAD: [And he marched westwards] till, when he came to the setting of the sun, "**it appeared to him** that it was setting in a dark, turbid sea."

QXP: (Conquering land to the West toward Lydia, he reached as far as the Black Sea.) The sun was setting and **it appeared to him** as if it was setting in the dark waters.

অভিজিৎ কি ইতোমধ্যে হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছেন? একদম পড়ে যাবেন না কিন্তু! আয়াত ১৮:৮৬ অনুযায়ী সূর্য্যাস্তের 'সময়' অথবা 'স্থান' যে কোনটি হতে পারে। ইউসুফ আলী, পিকথাল ও শাকির অনুবাদ করেছেন : 'he found...'। জানেন নিশ্চয় - ইউসুফ আলী, পিকথাল ও শাকির কোরানে মোটামুটি একই রকম টার্ম ব্যবহার করেছেন। প্রথম অনুবাদকের উপর কিছুটা বায়াস বোঝাই যায়, তাছাড়া তারা হাদিস ও প্রচলিত বিশ্বাসের গন্ডি থেকেও মনে হয় বেরুতে পারেন নি। মোহাম্মদ আসাদ ও QXP অনুবাদ করেছেন : 'it appeared to him...' (http://islamawakened.com/Quran/)

যাহোক, 'he found' বা 'it appeared to him' যেটাই হোক না কেন (Point to be noted here…), অভিজিৎ কিন্তু কাজের ছেলের (জুলকার্নাইন?) দেওয়া বর্ণনাটাই তার ছাত্রদের বলছেন! তারপরও কেহ সন্দেহ করলে সেই সন্দেহটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কাজের ছেলের

দিকে যাবে, অভিজিতের দিকে নয়! তবে অভিজিৎ যদি নিজের কান কেটে কাজের ছেলের মান বাঁচাতে চান, সেটা আলাদা! হাসি থেমেছে কি! না থেমে থাকলে কাজের ছেলেটাকে একটা ঝাড়ি দিয়ে বলুন, *'এই গুড্ডু, তুই কী দেখলি? তোর দেওয়া বর্ণনা শুনে আমার স্মার্ট ছাত্ররা হাসাহাসি করছে যে!'*

অভিজিৎ হয়তো ওস্তাদের শেষ রাতের হাসিটা দিয়ে এ-ও বলতে পারেন, *'হাহ্ হাহ্ ... আয়াত ১৮:৮৬ তে তো রূপক এর কথা বলা হয় নি!'* ওয়েল, আয়াতটাকে কিন্তু রূপকের মতোই মনে হয়। তাছাড়াও বোকা মুহাম্মদ যুক্তি-তর্কের 'রুম' রেখে দিয়েছেন যে (আবারো দেখুন : Q.3:7 ..... *others are allegorical*)! কোরানের সবকিছুই যদি এ্যাবসলিউট অর্থে (2+2=4?) বলা থাকতো, সেক্ষেত্রে তো যুক্তি-তর্কের কোন 'রুম' থাকতো না! কিন্তু কোরান মানুষকে তো রোবট হতে বলেনি (দেখুন : Q.17:36, 45:13, 38:29, 3:190, 3:191, 10:24, 6:50, 6:98, 19:1, 13:3, 16:11-12, 16:69, 30:8, 30:21, 39:27, etc)! কিছু কিছু বিষয়ে সামান্য হিন্টস্ দেওয়ার পর কোরানের অনেক আয়াতেই 'think', 'ponder', 'reflect', 'pay heed', 'don't you see?', 'don't you understand?', 'are you blind?', 'are you dumb?' ইত্তাদি বলা হয়েছে! তার মানে কোরান চায় যে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্স করুক (দেখুন : Q.17:36 *Follow not that of which you have not the knowledge*)।

বি.দ্র. : পাঠকদের সুবিধার জন্য ও সময় বাঁচাতে আমি মাঝে মাঝে কিছু আয়াতের মূল অংশবিশেষ কোট করি। কেহ চাইলে পুরো আয়াতও দেখে নিতে পারেন, যেহেতু আমি আয়াত নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। বর্ণসফট্-এ 'ত' থেকে 'ৎ' লিখতে যেয়ে বেশ ঝামেলা হয় বিধায় আমি মনে হয় আগের লেখার কোন এক জায়গাতে ভুল করে 'অভিজিত' লিখে ফেলেছি। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য দুঃখিত। আর 'অভিজিতের' ও 'অভিজিৎের' মধ্যে অভিজিৎ কোন্টা লিখেন আমি ঠিক জানি না। আমি সকল জায়গাতে কিন্তু 'অভিজিতের' লিখেছি! আশা করি অভিজিৎ বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেবেন।

আমার লেখাকে কেহ আবার *সিরিয়াসলি* নেবেন না যেন! তাহলে কিন্তু আমার খবর আছে!

ভালো থাকুন।

রায়হান

07-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com